দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 16 FEB 2010
পৃষ্ঠা … কলাম …

চবিতে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা তদন্ত কমিটির তথ্য সংগ্রহ

● চট্টগ্রামে ১৯ জামায়াত শিবির কর্মী রিমান্ডে
● সাতক্ষীরায় অভিযানে ২৫ কর্মী গ্রেফতার

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে স্থিতিশীল রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ও চবি ছাত্র হত্যাকাণ্ডের পর ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ-শিবির মুখোমুখি অবস্থান নেয়ার প্রেক্ষিতে সংঘর্ষ এড়াতে সার্বক্ষণিক সতর্কাবস্থায় রয়েছে চবি প্রশাসন। এদিকে চট্টগ্রামে ১৯ জামায়াত-শিবির কর্মীকে রিমান্ডে নেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, সাতক্ষীরায় পুলিশ ব্যাপক অভিযান চালিয়ে জামায়াত-শিবিরের ২৫ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা এমদাদুল হক জানান, ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখে কড়া পাহারা বসিয়ে বহিরাগতদের প্রবেশ রোধের ব্যবস্থা করা হয়। চবির ৯টি আবাসিক ছাত্রহলে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে সিলগালা করে

☞ এরপর পৃষ্ঠা ৮, কলাম ১

চবিতে সর্বোচ্চ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেয়া হয় অধিকাংশ রুম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুমের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হওয়ার কারণে আবাসিক হলের অধিকাংশ ছাত্র ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়ায় রুম সিলগালা করে দিয়েছে হল প্রশাসন। অন্যদিকে অনাবাসিক ছাত্র এবং বহিরাগত প্রবেশ ঠেকাতে হলে প্রবেশের সময় নাম তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ক্যাম্পাসের প্রতিটি স্পটে অতিরিক্ত পুলিশের প্রহরা বসানো হয়েছে। ক্যাম্পাসের রেল স্টেশন চত্বরে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য, ছাত্র উপদেষ্টা এবং ডিসিপ্লিনারি কমিটির সদস্যরা পালাক্রমে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এমনকি ভিসি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফও সময় সময় এসে খোঁজ খবর নিয়ে করণীয় নির্দেশ করছেন। ক্যাম্পাসে যেন কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ না ঘটতে পারে সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চবি কর্তৃপক্ষ।

প্রক্টর প্রফেসর মোহাম্মদ জসীমুদ্দিন জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শান্ত রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। শুধু ক্যাম্পাস নয় ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের কাজে ব্যবহৃত শাটল ট্রেন চলাচলের প্রতিটি স্টেশনেও অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভিসি প্রফেসর আবু ইউসুফ ইত্তেফাককে জানান, আমরা চাই আমাদের ক্যাম্পাসকে সব ধরনের সংঘর্ষ থেকে মুক্ত রাখতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ হাজার শিক্ষার্থীর স্বার্থে তাই ক্যাম্পাস শান্ত রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

চবির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুমের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের খুঁজে বের করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গঠন করা তদন্ত কমিটি তাদের কাজ শুরু করছে। কমিটির প্রধান প্রফেসর এ এফ ইমাম আলী জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে ওখানকার লোকজনের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ, হামলার প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য সংগ্রহ, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ, পত্রিকায় প্রকাশিত ঘটনা সম্পর্কিত রিপোর্ট বিশ্লেষণ, নিহতের অভিভাবকের সাথে কথা বলা এবং তার রুমমেট ও সহপাঠীদের বক্তব্য নেয়াসহ যা যা করতে হয় তার সবই আমরা করতে চাই। তদন্তের জন্য নির্ধারিত সময়েই আমরা আমাদের কাজ শেষ করতে পারব বলে আশা করছি। ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি মহিউদ্দিনের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ, ঘটনাস্থল ষোলশহর রেল স্টেশনে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় ৭-৮ জনের বক্তব্য নেয়া এবং ঐদিনের হামলায় আহত অপর চবি ছাত্র মোহাইমিনুল ইসলামকে আদালতের অনুমতি নিয়ে ঘটনাস্থলে নিয়ে তার জবানবন্দি গ্রহণ করেছে বলে কমিটি প্রধান জানিয়েছেন।

তাছাড়া তদন্ত কমিটি আজ নিহত মহিউদ্দিনের আবাসিক আলাওল হলের প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকদের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ এবং আগামী বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত লালখান বাজারস্থ বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে (শহর) আগ্রহী সাক্ষ্যদাতাদের বক্তব্য গ্রহণ করবে।

১৯ জামায়াত-শিবির কর্মী ২ দিনের রিমান্ডে

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, নগরীতে শুক্রবার পুলিশের ওপর হামলা, মিছিল ও সন্ত্রাসের ঘটনায় গ্রেফতারকৃত ৮৪ জন জামায়াত নেতা-কর্মীর প্রথম ২০ জনকে দুইদিনের রিমান্ড শেষে গতকাল সোমবার জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। একই ঘটনায় ঐদিন নগরী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতাকালে গ্রেফতার শিবিরকর্মীসহ ২৩ জনকে গতকাল সোমবার হাটহাজারী থানা নগরীর কোতোয়ালী থানায় হস্তান্তর করেছে। এদেরকে শোন এরেস্ট দেখিয়ে সিএমএম আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করা হলে আদালত ১৯ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বাকি ৪ জন পরীক্ষার্থী হওয়ায় তাদেরকে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে আদালত নির্দেশ দেন। রিমান্ড শেষ হয়ে যাওয়া ২০ জন জামায়াত-শিবির কর্মী ও হাটহাজারী পুলিশের হাতে গ্রেফতার ২৩ জনকে গতকাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওসমান গনির আদালতে হাজির করা হয়েছিল।

সাতক্ষীরায় ২৫ জামায়াত, শিবির কর্মী গ্রেফতার

সাতক্ষীরা সংবাদদাতা জানান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের হামলার ঘটনার জের ধরে গতকাল সোমবার ভোরে জামায়াতের ঘাঁটি বলে পরিচিত আল আমীন ট্রাস্ট ও মোসলেমা কিন্ডারগার্টেনসহ শিবির অধ্যুষিত কয়েকটি ছাত্রাবাসে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ২২ জন জামায়াত ও শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। এ সময় পুলিশ গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে বেশকিছু জিহাদি বই ও বিস্ফোরকদ্রব্য উদ্ধার করে।

এসি হাশেম খান জানান, রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা চালানোর জন্য শহরের কয়েকটি এলাকায় জামায়াত ও শিবিরের কর্মীরা গোপন বৈঠক করছে এমন খবরের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশের কয়েকটি দল পৃথকভাবে জেলা জামায়াতের অফিস আল আমীন ট্রাস্ট, মোসলেমা কিন্ডারগার্টেন, ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল, সুন্দরবন ছাত্রাবাস, আলম ছাত্রাবাস, সদর ছাত্র শিবির কার্যালয়ে অভিযান চালায়।

গ্রেফতারকৃতরা হল সদরের চিলেডাঙ্গা গ্রামের খায়রুল বাসার, আগরদাড়ি গ্রামের রফিকুল ইসলাম, কালিগঞ্জের সাতহালিয়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক, সদরের বৈচনা গ্রামের মশিউর রহমান, কলারোয়ার মাদরা গ্রামের মমিনুর রহমান, কালিগঞ্জের নীলকণ্ঠপুর গ্রামের আশীক বিল্লাহ, জাফরপুর গ্রামের আবুল খায়ের, কলারোয়ার একড়া গ্রামের আব্দুল আলীম, ছলিমপুর গ্রামের গালিব, শহরের মুন্সীপাড়ার জামায়াত নেতা শরিফুল আলম, পুরনো সাতক্ষীরার জামায়াত নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন, একই এলাকার আরশাদ আলী, শাহিনুর আলম, সাইদুর রহমান, আব্দুল হান্নান, খায়রুল সাকিব, শিমুল, এমদাদুল হক ও এনামুল হক, পাটকেলঘাটা রাড়িপাড়ার আলমগীর হোসেন, শ্যামনগরের রামজীবনপুর গ্রামের মাহমুদুল হাসান ও মাছুম বিল্লাহ, কালিগঞ্জের নাটোয়ার বেড়ের মো: নূরুজ্জমান, খুলনা জেলার পাইকগাছার ধামরাইল গ্রামের আসলাম হোসেন ও একই গ্রামের আবু রায়হান। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৪ জন দাখিল ও এসএসসি পরীক্ষার্থী বলে জানা গেছে।

আটককৃতদের কাছ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, শহীদ ইসলামী ছাত্র শিবির, জিহাদ, সংগ্রামী জননেতা, জিহাদের হকিকত, রক্ত সিঁড়ি, ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রামী নারীসহ ১২ প্রকারের ৩৬ টি জেহাদি বই ও বোমা তৈরির কাজে ব্যবহৃত কৌটা, জালের কাঠি ও কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়। এসি আরও জানান, গ্রেফতারকৃতরা জামায়াত ও শিবিরের সক্রিয় কর্মী। তারা সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।